দৈনিক সংবাদ

65

তারিখ …6.JUN 1987
পৃষ্ঠা … কলাম 2

১১ই আষাঢ়, ১৩৯৪

সংসদে প্রশ্নোত্তর

॥ সংসদ রিপোর্টার ॥

প্রতিবছর গড়ে সরকার একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর জন্য 880 টাকা, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর জন্য ১৮ হাজার ৯৯৮ টাকা খরচ করে। এছাড়া বেসরকারী কলেজের প্রতি ছাত্রের জন্য ৮৩৮ টাকা এবং সরকারী কলেজের প্রতি ছাত্রের জন্য ২ হাজার ১৭৫

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

সংসদে প্রশ্নোত্তর

(১ম পাতার পর)

টাকা সরকার প্রতিবছর গড়ে খরচ করে।

আওয়ামী লীগের অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদারের এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী মাহবুবুর রহমান গতকাল বৃহস্পতিবার সংসদে এই তথ্য জানান।

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা

সিপিবি'র অহিদুর রহমানের এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানান, বর্তমানে দেশে ৫৩টি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ হচ্ছে ৩ কোটি ৪৮ লাখ ৭০ হাজার টাকা। মন্ত্রী আরো জানান, ১৯৭৫ সালের পর হতে এ পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে ৩৭ হাজার ৮শ' ৪৩ জন শিক্ষক/শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া এই সময় প্রায় ২৪ হাজার বহিরাগত এসব প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী ব্যবস্থাধীনে আনা হবে

জাতীয় পার্টির জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেলের এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানান, চলতি বছর ১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী ব্যবস্থাধীনে আনা হবে।

জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেলের অপর এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান, ঢাকা পৌর কর্পোরেশন এলাকায় ৩৭৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে ৩২৩টি সরকারী এবং ৫৬টি বেসরকারী। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৩৮টি। এর মধ্যে সরকারী ২৩টি এবং বেসরকারী ২১৫টি। তিনি জানান, ঢাকা পৌর কর্পোরেশন এলাকায় আরো সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। তবে, আরো মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

বিদ্যালয়, ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যা

আওয়ামী লীগের শেখ ফজলুল করিম সেলিমের এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানান, দেশে বর্তমানে ৪৪,২২৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২,৫৮৮টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৭,২৬৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

এর মধ্যে সরকারী খাতে ৩৭ হাজার ৪২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২২৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বেসরকারী খাতে ৬ হাজার ৮০৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৭ হাজার ৪৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ২ হাজার ৫৮৮টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সবগুলোই বেসরকারী খাতে।

মন্ত্রী জানান, বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্নমাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ১ কোটি ১৭ লাখ ৭৫ হাজার ২৫৩ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এর মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯১ লাখ ১৫ হাজার ৫৫৪ জন, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩ লাখ ১৪ হাজার ৫৩৩ জন এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২৩ লাখ ৪৫ হাজার ১৬৬ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। মোট ১ কোটি ১৭ লাখ ৭৫ হাজার ২৫৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৭২ লাখ ৬৯ হাজার ২৭৩ জন ছাত্র এবং বাকী ৪৫ লাখ ৫ হাজার ৯৮০ জন ছাত্রী।

শিক্ষামন্ত্রী আরো জানান, ১৯৮৫-৮৬ সালে প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ১ কোটি ১৪ লাখ ৯৫ হাজার ৪১৬ জন ছাত্র-ছাত্রী ছিল।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, বর্তমানে প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২লাখ ৯২ হাজার ৮৬৮জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। এর মধ্যে ২লাখ ৬৭ হাজার ৩৩৮ জন শিক্ষক এবং বাকী ২৫হাজার ৫৩০জন শিক্ষিকা। এই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ লাখ ৯০ হাজার ৫৫৭জন, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৬ হাজার ৮১৬জন এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৮৫ হাজার ৪৯৫জন চাকরি করছেন। মন্ত্রী জানান, বর্তমানে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা-

(৫-এর পাতায় দেখুন)

সংসদে প্রশ্নোত্তর

(৮-এর পাতার পর)

লয়গুলোতে ৬ হাজার ৬৩৭টি এবং সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৬৫৬টি শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ শূন্য রয়েছে।

অবৈতনিক শিক্ষা

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির চৌধুরী আবদুল হাইয়ের এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। তার অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নবম শ্রেণী থেকে উপরের শ্রেণীতে নোট বই নিষিদ্ধ করার কোন পরিকল্পনাও সরকারের নেই।

আওয়ামী লীগের এডভোকেট নুরুল মজিদ হুমায়ুনের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশে বর্তমানে গার্ল গাইডের সংখ্যা ২৬ হাজার ৯শ' ৫৪। ২৬৩টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে গার্ল গাইড কর্মসূচী চালু রয়েছে।

১১২ জন শিক্ষক বিদেশে আছেন

আওয়ামী লীগের রাশেদ মোশাররফের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৭জন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ১০৫ জন শিক্ষক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছেন।

তিনি বলেন, এই শিক্ষকগণ উচ্চশিক্ষা প্রশিক্ষণ লাভের উদ্দেশে বৃত্তি/এ্যাসিষ্টেন্সশীপ নিয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন। প্রশিক্ষণশেষে অতিরিক্ত সময় বিদেশে অবস্থানের কারণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানতে চেষ্টা করছেন।

তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হতে বিনা অনুমোদনে বিদেশে অবস্থানরত শিক্ষকদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেক শিক্ষককে চাকরি হতে অপসারণ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হতে বিনা অনুমোদনে বিদেশে অবস্থানরত শিক্ষকদের সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

পাঠ্যপুস্তকে ভুল

সিপিবির মোহাম্মদ দবিরুল ইসলামের এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে নানা বিষয়সম্পর্কে ভুল সংজ্ঞা এবং ইতিহাসের ভুল তথ্য আছে—এঅভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য নয়। তবে সকল বিষয়ের বিপুল সংখ্যক পাঠ্যবই বিভিন্ন প্রেসে মুদ্রিত হয় বিধায় মুদ্রাজনিত কারণে কিছু কিছু ভুল হয়ে থাকে। প্রতিবছর পুনঃ মুদ্রণের আগে নিয়মমাফিক ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়, এবছরও তা করা হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ

জাতীয় পার্টি'র রফিকুল ইসলাম (রনী)-এর এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ১৯৮৬-৮৭ সালে ১৩৫০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রায় ৯৫০টির কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া ১০৮৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামতের কাজ করা হয়েছে। এতে সরকারের এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে প্রায় ২৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

আওয়ামী লীগের শেখ হারুনুর রশীদের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রস্তাবিত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় মোট ২শ' একর জমির ওপর স্থাপন করা হবে। এপর্যন্ত ৯৬ দশমিক ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালকের জন্য মাসিক ৮ হাজার টাকা ভাড়ায় ৩২, পুরানো যশোর রোড, খুলনায় একটি নিজস্ব কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

মাহবুবুর রহমান

শিক্ষামন্ত্রী মাহবুবুর রহমান গতকাল সংসদের বিকেলের অধিবেশনে বলেন, বৃহত্তর জনস্বার্থে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র বেতন বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈষম্য বহুলাংশে দূর হবে। ছাত্রবেতন বৃদ্ধি সংবিধানবিরোধী নয়।

তিনি বলেন, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে সর্বস্তরে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। গরীব মেধাবী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষাঋণ চালুর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। অবসরগ্রহণের পর শিক্ষকদের সাহায্যের জন্য কল্যাণ তহবিল গঠন করা হচ্ছে। এছাড়া ২শ' মাদ্রাসায় কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষা শিগগির চালু করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অবৈতনিক করে দেয়ারও চিন্তা-ভাবনা চলছে।

শিক্ষাখাতে ৭৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তিনটি পরিদফতরের কাজ যদি সুষ্ঠুভাবে চলে এবং বিপুলসংখ্যক পরিদর্শককে যদি উন্নয়নমূলক কাজে লাগানো হয় তাহলে শিক্ষাখাতের ব্যয়ও কমিয়ে আনা সম্ভব।

তিনি আরো বলেন, ১৯৯০ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ২০০০ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা হবে। আগামী তিন বছরের মধ্যে সিলেটের শাহজালাল কলেজ এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হবে। বৃহত্তর ২১টি জেলার প্রধান প্রধান কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে কারমাইকেল, এডওয়ার্ড, বি এম কলেজও রয়েছে। দেশে আরো ২টি পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রপতি এরশাদের সরকারের শাসনকে অত্যাচারী বলা হলে সত্যের অপলাপ হবে। বর্তমান সরকারের প্রশাসন গণমুখী। রাষ্ট্রপতি এরশাদ একনায়ক নন, তিনি মহানায়ক। তিনি আরো বলেন, দেশে সশস্ত্র বাহিনী আছে বলেই বি, এস, এফ রাতের অন্ধকারে আসে। সশস্ত্র বাহিনী না থাকলে বি, এস, এফ দিনের বেলায় আসতো। সশস্ত্র বাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার প্রতীক। তিনি বলেন, এই বাজেট জাতীয় পার্টি'র নয়, জাতীয় উন্নয়নের বাজেট।